জেরুজালেম নিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হুমকি সমর্থনযোগ্য নয়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জেরুজালেমকে ইস্রায়েলের রাজধানী করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। এবার তিনি এনিয়ে প্যালেস্তাইনের আর্থিক সাহায্য বন্ধেরও হুমকি দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসন বিব্রত। কিন্তু সব ব্যাপারে বরাদ্দ অর্থ বন্ধ করার কথা বলা সমর্থনযোগ্য নয়। প্রেসিডেন্ট পদে জয়লাভের পরে তাঁর নিজের দেশের স্বার্থে অনেকভাল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, বিশেষ করে সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় ও মদত দেওয়ার জন্য পাকিস্তানকে জব্দ করতে ওই দেশকে সামরিক ও অন্যান্য খাতে সাহায্য বাবদ দেওয়া শত শত বিলিয়ন ডলার বন্ধের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি তা প্রশংসনীয়। কিন্তু সবচেয়ে ধনী ও ক্ষমতাশালী দেশ বলে বারবার সকলকে একই হুমকি দেওয়া হলে মার্কিন অস্ত্র ভোঁতা হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে প্যালেস্তাইনের শীর্ষ নেতারা বলেছেন, জেরুজালেমকে বিক্রি করা যাবে না। জেরুজালেম নিয়ে ব্ল্যাকমেল ও চলবে না। এখন প্যালেস্তাইনের এই প্রতিবাদী চড়া সুরের পর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কী বলেন, সেটাই দেখার। তবে মধ্য প্রাচ্যের অধিকাংশ দেশই মার্কিন সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল, এটাও বাস্তব ঘটনা।

প্রসঙ্গত, গত বছরই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জেরুজালেমকে ইস্রায়েলের রাজধানী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। এর ফলে মধ্য প্রাচ্যের পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। কিন্তু স্বকীয়তা বজায় রেখে জেরুজালেম প্রসঙ্গে বুধবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ধোঁয়াশা তৈরি করেছেন। প্যালেস্তাইনকে হুমকি দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, জেরুজালেম বিতর্ক এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তাঁর এই মন্তব্যে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে। তবে পাকিস্তানের সব সাহায্য বন্ধের হুমকি দিয়ে তিনি কার্যত উচিত কাজ করেছেন। কারণ বিশ্বের দরবারে পাকিস্তানকে একঘরে করা একান্ত জরুরি।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

তখন, 'টাকা জমাবো', 'বিষয় ঠিকঠাক করবো' এ সব হিসাব আসে না। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু --ঈশ্বরকে ছেড়ে বিষয়চিন্তা!"

"একটা মাগীর ভারী শোক হয়েছিল। আগে নৎটা কাপড়ের আঁচলে বাঁধ্‌লে,--তার পর, 'ওগো!আমার কি হলো গো।' বলে আছড়ে পড়্‌লো কিন্তু খুব সাবধানে, নৎটা না ভেঙ্গে যায়।" সকলে হাসিতেছেন।

নরেন্দ্র এই সকল কথা শুনিয়া বাণবিদ্ধের ন্যায় একটু কাইত হইয়া শুইয়া পড়িলেন। মাষ্টার (নরেন্দ্রে প্রতি, সহাস্য) শুয়ে পড়্‌লে যে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি, সহাস্যে) --"আমি তো আপনার ভাশুরকে নিয়ে আছি তাইতেই লজ্জায় মরি, এরা সব (অন্য মাগীরা) পরপুরুষ নিয়ে একসঙ্গে কী করে থাকে? মাষ্টার নিজে সংসারে আছেন লজ্জিত হওয়া উচিত, নিজের দোষ, কে দেখে না -- অপরের দ্যাখে। ঠাকুর এই কথা বলিতেছেন। একজন স্ত্রীলোক ভাশুরের সঙ্গে নষ্ট হইয়া ছিল। সে নিজের দোষ কম, অন্য নষ্ট স্ত্রীলোকদের দোষ বেশী, মনে করিতেছে। বলে, "ভাশুর তো আপনার লোক, তাইতেই লজ্জায় মরি।"

মুক্তহস্ত কে ? চাকুরী ও খোসামোদের টাকায় বেশী মায়া

নীচের একজন বৈষ্ণব গান গাইতেছিল। ঠাকুর শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। বৈষ্ণবকে কিছু পয়সা দিতে বলিলেন। একজন ভক্ত কিছু দিতে গেলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কী দিলে?" একজন ভক্ত বলিলেন -- "তিনি দু পয়সা দিয়েছেন।"

ঠাকুর--চাকরি করা টাকা কিনা।--- অনেক কষ্টের টাকা--খোসামোদের টাকা! মনে করেছিলাম চারআনা দিবে।

তাড়িতযন্ত্র ও বাগ্‌চী চিত্রিত ষড়্‌ভুজ ও রামচন্দ্রের আলেখ্য দর্শন-- পূর্বকথা-- দক্ষিণেশ্বরের দীর্ঘকেশ সন্ন্যাসী।

ছোট নরেন ঠাকুরকে যন্ত্র আনিয়া তড়িতের প্রকৃতি দেখাইবেন বলিয়াছিলেন। আজ আনিয়া দেখাইলেন।

বেলা দুইটা--ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। অতুল একটি বন্ধু মুনসেফ্‌কে আনিয়াছেন।

দিনপঞ্জিকা

২০ পৌষ, ভাঃ ১৫ পৌষ, **৫ জানুয়ারী**, ২০ পুহ, সংবৎ ৪ মাঘ বদি, ১৭ রবি সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।২৪, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২। **শুক্রবার**, চতুর্থী রাত্রি ঘ ১২।২৫ মিঃ। অশ্লোষানক্ষত্র দিবা ঘ ৮।৫৮ মিঃ। প্রীতিযোগ রাত্রি ঘ ৭।১ মিঃ। ববকরণ, দিবা ঘ ১।২০ গতে বালবকরণ, রাত্রি ঘ ১২।২৫ গতে কৌলবকরণ, **জন্মে**--কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ঘ ৮।৫৮ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। **মৃতে**-- দোষ নাই, **বারবেলাদি** ঘ ৯।৩ গতে ১১।৪৩ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৮।২২ গতে ১০।৩ মধ্যে। **যাত্রা**- নাই। **শুভকর্ম্ম**- নাই। **বিবিধ**-- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিন্ডন। **অমৃতযোগ**--দিবা ঘ ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১২।৫ গতে ২।৫৫ মধ্যে ও ৩।৩৮ গতে ৫।২ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৫।৫৬ গতে ৯।৩০ মধ্যে ও ১২।৩০ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৪।৩৭ গতে ৬।২৪ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২০ পৌষ, ভাঃ ১৫ পৌষ, ৫ জানুয়ারী, ২০ পুহ, ১৭ রবি সানি। উঃ ৬।২৪, অঃ ৫।২। শুক্রবার, চতুর্থী রাঃ ঘঃ ১২।২৫
২০ পৌষ, খাজা বাবার মেলা, ইসলামপুর, চৌরঙ্গী মোড়, নাদনঘাট, বর্ধমান।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

শহরাঞ্চলে সুলভ আবাসনের লক্ষ্যে এক বিপুল কর্মযজ্ঞ

দুর্গাশঙ্কর মিশ্র
পর্ব ৩

পয়লা মে, ২০১৭-তে চালু হওয়া RERA-র উদ্দেশ্য হল সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ লেনদেন বজায় রেখে জমিজমা সংক্রান্ত রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্রটিকে নিয়ন্ত্রিত করা, যাতে করে এক দিকে লগ্নীকারীদের মধ্যে আস্থা বেড়ে ওঠে অন্য দিকে ক্রেতাদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়। গত পয়লা জুলাই চালু হওয়া জিএসটি-র লক্ষ্য হল কর সংক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় বাধাগুলিকে অপসারিত করে এবং স্বচ্ছতা ও জোগান-শৃঙ্খলের উন্নতি ঘটিয়ে একটি একক ও সংযুক্ত বাজার সৃষ্টি করা।

অযথা প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি বা সময়ের অপচয় এড়াতে বাণিজ্যিক কাজকর্ম যাতে সহজ ও মসৃণ হয় সেজন্য বেশ কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এসব ব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এক জানালা অনুমোদন নীতি এবং স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নির্মাণ পরিকল্পনা ও মালিকানাস্বত্বের স্বীকৃতি। এছাড়াও সুলভ আবাসনকে সরকার 'পরিকাঠামো মর্যাদা' দিয়েছে, যার ফলে প্রকল্পের জন্য সহজ শর্তে ঋণ পাওয়া যাবে এবং বাড়ির দাম ক্রেতাদের নাগালের মধ্যেই থাকবে। 'পরিকাঠামো মর্যাদা' প্রাপ্তির দরুন জোগানের দিক থেকে উৎসাহের সঞ্চার হবে এবং সুলভ আবাসন ক্ষেত্রের প্রতি বেসরকারি বিনিয়োগে আকৃষ্ট হবে। কেন্দ্রীয় বাজেটেও ২০১৬-'১৭ এবং ২০১৭-'১৮ অর্থ বছরে ইতিবাচক আবহ সৃষ্টির লক্ষ্যে একাধিক আর্থিক সুবিধ প্রদানের সংস্থান রয়েছে। যার মধ্যে আয়কর আইনের 80-IBA ধারার আওতায় প্রত্যক্ষ করের সুবিধা, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) ইত্যাদি প্রস্তাবের করের সুবিধা, প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (FDI) ইত্যাদি প্রস্তাবের শিথিলকরণ এবং সম মাপের ভিত্তিতে কার্পেট এরিয়ার ব্যবহারবিধি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

PMAY-U-এব আওতায় নতুন একটি বহুধাবিস্তৃত ঋণসম্পর্কিত ভরতুকি কর্মসূচি বা Credit Linked subsidy Scheme (CLSS) চালু করে কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধক প্রথার উল্লেখযোগ্য সংস্কার করেছে। যার দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর ও স্বল্প আয়ের মানুষজন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণহার কমার দরুন ঘরবাড়ির ক্রেতারা যাতে সত্বর তার সুবিধা নিতে পারেন তার জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে।

শহরাঞ্চলে আবাসনের নতুন মিশন

২০২২ সালের মধ্যে সকলের জন্য আবাসনের সংস্থান করার জন্য প্রধানমন্ত্রী ২০১৫-এর জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-শহরাঞ্চল (PMAY-U) উদ্বোধন করেন। এই কর্মসূচিকে শহরাঞ্চলীয় স্থানীয় সংস্থা ও অন্যান্য রূপায়ণকারী এজেন্সিকে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত এলাকাগুলির মধ্যবর্তিতায় কেন্দ্রীয় সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে। কর্মসূচিতে চারটি স্তম্ভ রয়েছে : ঋণসম্পর্কিত ভরতুকি কর্মসূচি (CLSS) এবং কেন্দ্রীয় আনুকূল্যে পরিচালিত আরও তিনটি কর্মসূচি। এগুলি হল : বেসরকারি অংশগ্রহণের সাহায্যে জমিসম্পদের ব্যবহার করে বস্তি এলাকার বাসিন্দাদের স্বস্থানে পুনর্বাসন, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সুলভ আবাসন তৈরি এবং উপকৃতদের নেতৃত্বে গৃহনির্মাণ বা সম্প্রসারণে ভরতুকি প্রদান।

আলোচ্য নতুন এই মিশন সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল থেকেছে।

যেমন তাদের নিজ নিজ আবাসনের চাহিদা মেটাতে উল্লিখিত চারটি স্তম্ভের মধ্যে বেছে নেবার সুযোগ রাজ্যগুলির রয়েছে। রাজ্যগুলিকে অবশ্য মিশনের নির্দেশিকা অনুসরণ করে প্রকল্প রচনা ও অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। প্রকল্প রূপায়ণে অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে PMAY-তে প্রবর্তন করা হয়েছে অন্তর্গ্রথিত নমনীয়তা, চাহিদামুখী দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রতিটি স্থানীয় সংস্থার জন্য একটি সুসংবদ্ধ 'সকলের জন্য আবাসন' কর্মপরিকল্পনা।

বাসিন্দাদের বাস্তুচ্যুত না করে স্বস্থানে বস্তির পুনঃবিকাশ সংক্রান্ত প্রকল্পে বা 'In Situ Slum Redevelopment' (ISSR) -এর ক্ষেত্রে বেসরকারি ডেভেলপারদের জমি এবং আর্থিক উৎসাহ দিয়ে চিহ্নিত জমির একাংশ নিম্ন আয়গোষ্ঠী, বিশেষ করে বস্তিবাসীদের জন্য যাতে ঘরবাড়ি তৈরি করা হয় তার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। বস্তি এলাকার পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন ছাড়াও এক্ষেত্রে বেসরকারি ডেভেলপাররাই নিজেদের দায়িত্বে নির্মাণ কাজ চলাকালে সংশ্লিষ্ট বস্তিবাসীদের থাকার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন বন্দোবস্ত করে থাকেন। সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলার অঙ্গীকার এই কর্মসূচিতে রয়েছে। এলাকার পুনর্গঠন সম্পন্ন হবার পর শহরাঞ্চলীয় স্থানীয় সংস্থার পক্ষ থেকে তা 'ডিনোটিফাই' করতে হবে। বৈধ বস্তিবাসীদের (বেসরকারী জমিতে অবস্থিত বস্তিগুলি বাদে) আবাসন তৈরি করার জন্য গড়পড়তা বাড়ি পিছু ১ লক্ষ টাকা হিসাবে পুনর্বাসিন অনুদান রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়ে থাকে।

ঋণসম্পর্কিত ভরতুকি কর্মসূচি'র আওতায় গোড়ার দিকে দুর্বলতর শ্রেণিভুক্তদের গৃহঋণের ক্ষেত্রে ভরতুকি দেওয়া হ'ত। ২০১৭-তে ওই কর্মসূচির পরিধি এক বছর বাড়িয়ে মাঝারি আয়ভোগীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাদের ক্ষেত্রে অবশ্য ঋণ-পরিমাণের ভিত্তিতে সুদে ভরতুকির হার ৩ থেকে ৪ শতাংশে সীমিত রাখা হয়। নতুন নির্মাণ কাজ বা পুরনোবাড়িতে নতুন কামরা তৈরির জন্য এই ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে। দুর্বলতর শ্রেণিগুলির ক্ষেত্রে (৩০ বর্গমিটার পর্যন্ত) এবং নিম্ন আয়ভোগীদের ক্ষেত্রে (৬০ বর্গমিটার পর্যন্ত) গৃহনির্মাণ ঋণবাবদ ৬.৫ শতাংশ ভরতুকি দেওয়া হবে, যা পাওয়া যাবে ১৫ বছর মেয়াদে। এই ভরতুকি অবশ্য শুধুমাত্র ৬ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রেই পাওয়া যাবে। ঋণদাতা সংস্থাগুলির জন্য ভরতুকি জোগানে ও কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব রয়েছে কেন্দ্রীয় স্তরে আবাসন ও নগর উন্নয়ন নিগম (হাডকো) এবং জাতীয় আবাসন ব্যাঙ্কের (N.H.B.) ওপর। অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সুলভ আবাসন বা 'Affordable Housing on Partnership'-র ক্ষেত্রে আর্থিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণিগুলিকে আবাসনের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে, যখন সেগুলি সংশ্লিষ্ট সরকারি/ বেসরকারি উদ্যোগে নির্মীয়মাণ। আর্থিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণিগুলিকে এক্ষেত্রে আবাসন পিছু দেড় লক্ষ টাকা করে কেন্দ্রীয় সাহায্য দেওয়া হয়। আবাসনের সুলভতা সুনিশ্চিত করার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কার্পেট এলাকার বর্গমিটার পিছু হিসাবে বিক্রয় মূল্য (সর্বোচ্চ সীমা) ধার্য করা হয়ে থাকে। রাজ্যগুলির উদ্যোগে ভরতুকির সংস্থান, জমি ও স্ট্যাম্প ডিউটি রেহাই প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। এধরনের প্রকল্পগুলিতে বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত আবাসন থাকতে পারে, তবে মোট আবাসনের অন্তত ৩৫ শতাংশ আর্থিকভাবে দুর্বলতরদের জন্য বরাদ্দ করার ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সাহায্যের প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে।

আর্থিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণিভুক্ত একক বৈধ পরিবারগুলির ক্ষেত্রে নতুন বাড়ি নির্মাণ বা বর্তমান আবাসনের মানোন্নয়নে দেড় লক্ষ টাকা করে কেন্দ্রীয় সাহায্যের সংস্থান রয়েছে উপকার প্রাপকের নেতৃত্বে গৃহনির্মাণ কর্মসূচি বা Beneficiary-led Housing Construction (BLCH)-এর ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে উপকার প্রাপককে যথাযথ প্রমাণপত্র-সহ নগরাঞ্চলীয় স্থানীয় সংস্থার (ULB) কাছে আবেদন জানাতে হবে। প্রাপ্ত আবেদনপত্রগুলির ভিত্তিতে ওই সংস্থার উদ্যোগেই একটি সুসংবদ্ধ শহরব্যাপী আবাসন প্রকল্প প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

ক্রমশ

জি এস টি : নতুন যুগের নতুন ভোর

উপেন্দর গুপ্তা
পর্ব ১

২০১৭ সালের ৩০ জুনের মধ্যরাত্রে (রাত বারোটায়) সংসদ ভবনের ঘন্টার শব্দ বাকি বিশ্বের কাছে ভারতীয় রাজনীতির পরিপক্কতার বার্তাসূচক হিসেবে ধ্বনিত হয়। এ ছিল সেই বিশেষ মুহূর্ত; যখন গোটা দেশ ঐক্যবদ্ধভাবে এক অরাজক এবং জটিল অপ্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থাকে এক 'উত্তম ও সহজ কর' (Good and Simple Tax) ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করে। এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, জি এস টি ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে সাফল্যের পরাকাষ্ঠা এবং ভারতীয় অর্থনীতির কাছে যথেচ্ছাচারী, অগণ্য বিজড়িত করের গোলকধাঁধার জাল থেকে ত্রাণকর্তা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

ভারত অনেকগুলি রাজ্যের একটি মিলিত দেশ বা যুক্তরাষ্ট্র সেই ১৯৪৭ সাল থেকেই। কিন্তু অর্থনৈতিক ভাবে সেই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোগত দেশ কি আমরা গড়ে তুলতে পেরেছি? তামিলনাড়ুতে বসে একজন ব্যবসায়ী কি হিমাচলপ্রদেশে পণ্য বেঁচতে পারেন, দুই রাজ্য করের হারের কথা না মাথায় রেখে? জম্মু ও কাশ্মীর থেকে রওনা দিয়ে একটি ট্রাক কন্যাকুমারী পৌঁছোতে পারবে প্রত্যেকটি রাজ্যের বর্ডার চেক পোস্টে না থেমে? জি এস টি এই সব ক'টি রাজ্যকে একটা সাধারণ একক বাজারে পরিণত করার আশা তৈরি করেছে।

এখন আর সাধারণ প্রশ্নটা এই নয় যে, জি এস টি কী? এই ব্যাপারে সচেতনতার বার্তা গোটা দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে এবং আমরা যদি বলি যে, জি এস টি'র অর্থ যে 'Good and Simple Tax', এটা একটা শিশুও জানে, তাহলে মোটেই অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু যেটা আমাদের মধ্যে অনেকেই নাও জানতে পারে সেটা হল, কী কারণে আমরা দেশে এই অতিকায় সংস্কার এবং সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিলাম। এই বিশাল পরিমাণ সংস্কারসাধনের জন্য দেশকে দশ বছরেরও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে আমাদের কর ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যে। ঐতিহাসিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকার উৎপাদনের ওপর কর বসিয়েছি(Central Excise Duty), পরিষেবার ওপর কর বসিয়েছে (Service Tax), আন্তঃরাজ্য বিক্রয়ের ওপর কর (CST -কেন্দ্র এই কর ধার্য করতো এবং রাজ্যগুলি আদায় ও ভোগ করতো) ছিল। রাজ্যগুলি খুচরো বিক্রয়ের ওপর কর বসাতো (VAT), রাজ্যে আসা পণ্যের ওপর প্রবেশ কর বসাতে, বিলাস কর (Luxury Tax) বসাতো ইত্যাদি। শুধু যে করের সংখ্যা বাহুল্য ছিল তাই নয়, এই কর ব্যবস্থার নিয়মকানুন মেনে চলাটা করদাতাদের কাছে ছিল দুঃস্বপ্ন বিশেষ। রাজ্য বা কেন্দ্রে প্রদত্ত করগুলির মধ্যে পারস্পরিক প্রত্যার্পণ বা 'অ্যাডজাস্টমেন্টের' ব্যবস্থা না থাকার ফলে জটিলতা আরও বেড়েছিল। ফলত, 'ট্যাক্স ক্যাসকেডিং' (করের ওপর কর) হচ্ছিল। আর আন্তঃরাজ্য এবং অন্তঃরাজ্য বিক্রয় করের মধ্যে ফারাকের ফলে অসৎ ব্যবসায়ীরা এই কৃত্রিম বাধার সুযোগ নিত। অসংখ্য ফর্ম ভর্তি করার এবং অদক্ষ নিয়মকানুন ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার বাধ্যবাধকতার দরুন দেশে ব্যবসা করাটাই একটা হতাশা উদ্রেককারী কর্মকাণ্ড হয়ে উঠেছিল দিন দিন।

জি এস টি জামানায় সেই দুঃস্বপ্নের মতো অভিজ্ঞতা আমাদের ব্যবসায়ীরা খুব শীঘ্রই ভুলে যেতে পারবেন। জি এস টি-র একটা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হল তা SMART অর্থাৎ স্মার্ট (smart), নৈতিক দায়বদ্ধ (accountable), প্রতিক্রিয়ামূলক (responsive) এবং স্বচ্ছ (transparent) বিভিন্ন করকে জি এস টি-র মধ্যে একটি কর হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহ ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে বসানো হবে; উৎপাদন বা আমদানি থেকে শুরু করে খুচরো বিক্রয় স্তর আবধি। যেখানে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে রাজ্য এবং কেন্দ্র দুই পক্ষেরই কর বসানোর স্বাধীন ক্ষমতা রয়েছে, সেখানে জি এস টি একটি দ্বৈত কর ব্যবস্থা। এতে কেন্দ্রীয় সরকার বসাবে 'Central GST' (CGST), আর রাজ্য সরকার অন্তঃরাজ্য বিক্রয়ের ওপর বসাবে 'State GST' (SGST), এছাড়া আন্তঃরাজ্য বিক্রয়ের ওপর কেন্দ্রীয় সরকার বসাবে 'Integrated GST' (IGST)। আর যেসব কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে আইনসভা নেই সেগুলিতে আঞ্চলিক বিক্রয়ের ওপর বসবে 'Union Territory GST' (UTGST) অথবা 'Union Territory Tax'। এছাড়াও জি এস টি প্রবর্তন করার ফলে রাজ্যগুলির রাজস্ব হারানো ক্ষতি পুষিয়ে দেবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকটি বিলাস পণ্য ও পরিষেবার ওপর বসাবে।

জি এস টির-র প্রধান বৈশিষ্ট্য

জি এস টি বুঝতে গেলে ভারতে এই ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আগে জানা দরকার।

i) এলাকাগত ভাবে জি এস টি প্রযোজ্য জম্মু ও কাশ্মীর-সহ গোটা দেশে।

ii) জি এস টি বসবে পণ্য ও পরিষেবার সরবরাহের ওপর। যেখানে কিনা আগের ব্যবস্থায় বিভিন্ন কর বসানো হ'ত উৎপাদন বা বিক্রির ওপর।

ক্রমশ

সম্পাদক সমীপেষু

হরিঘোষের গোয়াল

হরিঘোষের গোয়াল এই প্রবাদ বাক্যটা আমার কথা প্রায় বলে থাকি। কিন্তু হরিঘোষের গোয়াল কোথায় ছিল জানিনা। আমরা আজও কথার মধ্যে হরিঘোষের গোয়ালের আলোচনা করি। এই প্রবাদটির মধ্যে যে ব্যক্তির দানশীলতা আর আত্মীয় পোষনের ঘোষনা জড়িয়ে আছে। সেই হরিঘোষের পূর্ব পুরুষ ছিলেন মনোহর ঘোষ। এটা ইতিহাস বলছে। সেই ইতিহাসের সাহায্যেই আরো বেশকিছু গল্প চলে আসে। তিনি নাকি তখন জবচার্ণকের আমলের কায়স্থ বাসিন্দা ছিলেন। আর তিনি নিজেও ছিলেন রাজা টোডরমলের গোমস্তা। মনোহর ঘোষের আস্তানা ছিল চিত্রপুরে। যা আজ চিৎপুর নামেই রয়েছে। চিৎপুরের চিত্তেশ্বরী আর সর্বমঙ্গলার মূর্তি ও মন্দির মনোহর ঘোষের তৈরি। সেদিনের মানুষেরা এই চিৎপুরের রাস্তাকে তীর্থযাত্রার পথ বলতো। আবার অন্য একটা মতে, চিৎপুরের জন্ম চিত্তেশ্বরীর মন্দির থেকে। চিতে সর্দার নামে এক ডাকাত ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখন এই অঞ্চলখানি অরণ্যময় ছিল। একদিকে হিংস্র পশু বলছে ইতিহাস রোজরাতে ঐ মন্দিরে নরবলি দেওয়া হতো। তবে এই মন্দিরটাকে পুনরায় নতুনরূপে তুলে ধরার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন কলকাতার এক জমিদার গোবিন্দ রাম মিত্র প্রচুর অর্থ খরচ করে একবার ঐ মন্দিরটিকে বাঁচিয়ে ছিলেন। আবার একটা মন্দিরের কথাও তুলে ধরেছে। নিমতলার বিরাট শিবমন্দির মদন দও তৈরি করেগেছেন। অর্থাৎ হরিঘোষের গোয়াল এই কথাটার মধ্যেই রয়েছে মনোহর ঘোষের নাম। কারণ তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন হরি ঘোষ। পূর্বপুরুষ হিসাবেই হরি ঘোষের নামটা এসে যায়। অজানাকে জানার মধ্যে যে আনন্দ রয়েছে তা বোধ হয় কথায় প্রকাশ করা যায় না। যার সবটুকুই জানতে পারি ইতিহাসের পাতা থেকে। যা আমাদের একটা আলাদা অনুভূতি এনে দেয়। এরজন্যই তো অপেক্ষায় থাকি। কালকে কী নতুন খবর জানতে পারবো।

প্রবীর মিত্র
হাওড়া-৪

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।............সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

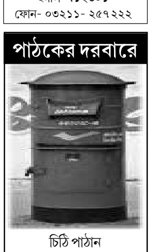

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়